দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

একই সঙ্গে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন হাজারেরও বেশি শিক্ষক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। তাদের মূল কর্মক্ষেত্রের দায়িত্বে অবহেলা করায় সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই শিক্ষকদের অধিকাংশই কোন রকম অনুমতি না নিয়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে প্রকাশিত এক খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক তাদের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি সময় দেন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ বিষয়টি যৌক্তিক গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকা উচিত এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন শিক্ষকতা ও কনসালটেন্সির একটি গাইডলাইন থাকতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক অনুমতি না নিয়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছেন এবং অনেকে এমনকি চার/পাঁচটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন। অথচ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী, একজন শিক্ষককে অবশ্যই তার কর্মরত নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ অনুমোদন নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন চেয়ারম্যান একে আজাদ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন যে, যে শিক্ষকরা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থের জন্য ক্লাস নেন, তারা জনগণের অর্থ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সুবিচার করছেন না। তিনি এই বাস্তবতার কথাও উল্লেখ করেছেন যে, শিক্ষকদের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরির কারণে পাবলিক ও প্রাইভেট-উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় খণ্ডকালীন শিক্ষকতা যারা করছেন, তারা তাদের মূল বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় সময় দিতে পারছেন না।

শিক্ষকদের এই প্রবণতা শিক্ষা ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে। শিক্ষকরা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে না পারলে শিক্ষার মান উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। মূলত একারণেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। একদা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে রেটিংয়ে এতটাই নেমে গেছে যে, বিশ্বের প্রথম দিককার পাঁচশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায়ও এর স্থান হচ্ছে না। এতেই বোঝা যায়, শিক্ষার মানের বিবেচনায় দেশের অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান কোথায়। অন্যদিকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশে শিক্ষার মান কোনভাবেই উন্নত হচ্ছে না। অল্প কিছু ছাড়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষা কমই লাভ করতে পারছে। শিক্ষা ডিগ্রিসর্বস্ব হয়ে পড়ায় বাস্তবক্ষেত্রে তাদের সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সরকারী-বেসরকারী উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার কারণে ডিগ্রিধারী শিক্ষিত মানুষ বেরিয়ে এলেও দেশের জন্য আধুনিক যুগোপযোগী কর্মীবাহিনী তৈরি হতে পারছে না। শিক্ষাখাতে যে অর্থব্যয় হচ্ছে, তা জাতির প্রকৃত কোন কাজে না আসা দুর্ভাগ্যজনক। রুটিন পড়াশোনার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, জ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর গবেষণাও অপরিহার্য। এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছাত্র-শিক্ষকদের একাগ্র মনোযোগ। বিশেষ করে শিক্ষকদের গাইডেন্স এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষকই যদি খণ্ডকালীন হয়ে পড়েন, তাহলে এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অধিকাংশই এখন অর্থ-উপার্জনে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েছেন। শিক্ষকতা মহান পেশা, শিক্ষক জাতি গঠনের কারিগর- এই মৌলিক বিষয় প্রায় মারাত্মকভাবে অবহেলিত হচ্ছে। বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অধিকাংশের কাছে কোন গুরুত্ব না পাওয়ায় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্বাহ হয় জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। জনগণের করের টাকা ব্যয়ের অন্যতম এই খাতটির পুরো সেবা মানুষ পাচ্ছে কি না, জাতির কাজে লাগছে কি না- এটা বড় বিবেচ্য বিষয়, সন্দেহ নেই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা [illegible] বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছেন, তা বর্তমানে দেশে এর প্রতিবিধান করা যায় কি না, তাও দেখতে হবে। সর্বোপরি খণ্ডকালীন শিক্ষকতা, চাকরি ও কনসালটেন্সি- ইত্যাদির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বিধি বা আইন থাকা দরকার। কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ঠিক কত সংখ্যক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছেন, তা জানা নেই। এই তালিকাটি প্রণয়ন করা দরকার। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী শিক্ষক, স্থায়ী ভবন, গবেষণাগার-গ্রন্থাগারসহ প্রয়োজনীয় সকল আয়োজন পূর্ণাঙ্গভাবে থাকার শর্ত শুধু কাগজে-কলমে থাকলেই হবে না, এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অপরিহার্য। সরকারকে কঠোর হতে হবে দেশের শিক্ষার মান-উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে। এক্ষেত্রে কোন রকম ছাড় দেয়ার কোন সুযোগ নেই।